স্পেশাল চাইল্ড

কামরুল আহসান

স্পেশাল চাইল্ড

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

স্পেশাল চাইল্ড
কামরুল আহসান

Special Child
by Kamrul Ahsan

স্বাস্থ্য-সুরক্ষা
Health-care

প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
জসিম উদ্দিন

Email : info@kathaprokash.com
Facebook : facebook.com/kathaprokash
Youtube : youtube/kathaprokash
Web : kathaprokash.com

করপোরেট অফিস
কথাপ্রকাশ, সুইট ৮০২, লেভেল ৮, এসইএল রোজ-এন-ডেল
১১৬ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০
+৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩০, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬০০

সেলস সেন্টার, শাহবাগ
৭৩-৭৫ আজিজ সুপার মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড)
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০
+৮৮০২৪৪৬১২২১৬, +৮৮০১৭০০৫৮০৯২৯

সেলস সেন্টার, বাংলাবাজার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা ১১০০
+৮৮০২২২৩৩৫২০৭৩, +৮৮০১৩২৪২৫৪৬৩৩

কলকাতা শাখা
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, এ-৯/১০ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (কলেজ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০ ০৭৩
০৩৩২২৪১০৪০০, +৯১৬২৯১৮৮৯০৫৩

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

ISBN 978-984-99893-9-4

মূল্য ৳ ২৫০ ₹ ২৫০ $ ১৫ € ১৫ | Price ৳ 250 ₹ 250 $ 15 € 15

Special Child
by Kamrul Ahsan

Published by Jashim Uddin

Kathaprokash, Suite-802, Level-8
SEL ROSE-N-DALE, 116 Kazi Nazrul
Islam Avenue, Banglamotor, Dhaka-1000
Phone : +8801324254630, +8801324254600

Cover Design : Mostafiz Karigar

Published February 2025

Printed by
Suborno Printers, 3/ka-kha, Patuatuli Lane
Dhaka 1100
+880247391925, +8801324254635

Buy online from
www.kathaprokash.com

or contact
+8801324254631, +8801324254633
(bkash Merchant number)

Inbox /*kathaprokash*

উৎসর্গ

দেশের স্পেশাল শিশুদের উদ্দেশে

সূচি

স্পেশাল চাইল্ড	৯
শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ	১২
অটিজম	১৯
অমনোযোগী অতিচঞ্চল শিশু	৫৪
ডাউন সিনড্রোম	৬৩
সেরেব্রাল পালসি	৬৯
শিক্ষণ অক্ষমতা	৭৫
রেটিনোপ্যাথি অব প্রিম্যাচুরিটি	৮১
বাকপ্রতিবন্ধকতা	৮৪

স্পেশাল চাইল্ড

একজন মানবশিশুর জন্ম মানে একটি অপার সম্ভাবনার জন্ম। শিশুরা ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। আগামীর পৃথিবীর নেতৃত্ব শিশুদের হাতে। একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ তার সম্ভাবনাময় জীবনকে আলোকিত করে তোলে। সঠিক বিকাশ শিশুর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার পথ সুগম করে। সব ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করে। দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক উন্নয়নে সাহায্য করে। জেনেটিক প্রভাবের পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক আবহ শিশুর বিকাশের পথকে প্রভাবিত করে। ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টি, রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার ও প্রবণতা বিকাশের গতি ও ধরন নির্ধারণ করে। শিশু বিকাশের ধারা এক রকম হলেও, বিকাশের গতি এক রকম হয় না। সব শিশুর বিকাশ সমানভাবে এবং সমান গতিতে হয় না। অন্যভাবে বলতে গেলে সব শিশু সমানভাবে বিকশিত হয় না কিংবা হতে পারে না। কিছু জানা কিছু অজানা কারণে শিশুর বিকাশ বিলম্বিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক মতো না হয়ে ভিন্নভাবে হয়। স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য তাদের বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এ চাহিদাটুকু মেটাতে পারলে তারা তাদের সুপ্ত প্রতিভাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে। বিলম্বিত বা বাধাপ্রাপ্ত বিকাশ শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়।

কোনো কারণে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে তা তার সামগ্রিক জীবন এবং তার পরিবারের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। যা আবার প্রভাব ফেলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর।

প্রথমে জানা প্রয়োজন স্পেশাল চাইল্ড বা বিশেষ শিশু কারা। অনেকে এদের বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলেও অভিহিত করে থাকেন। যে নামেই ডাকা হোক, এরা একই অর্থ বহন করে। অল্প কথায় বলতে গেলে, স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য যেসব শিশুর বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তারাই স্পেশাল চাইল্ড। এসব শিশু এমন কিছু সমস্যা নিয়ে জন্ম নেয়, যা তাদের শারীরিক, মানসিক বা আচরণগত সমস্যায় ফেলে দেয়। যার ফলে একই বয়সি অন্য শিশুর মতো স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হলে এসব শিশু বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়। এ প্রতিবন্ধকতা হতে পারে শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষা গ্রহণসংক্রান্ত কিংবা সামাজিকতায়। বিশেষ শিশুরা সাহায্য না পেলে সমবয়সি শিশুদের মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, বধিরতা এবং কথা বলতে না পারা শিশুরাও বিশেষ শিশুর পর্যায়ভুক্ত। অটিজম, অমনোযোগী অতি চঞ্চল শিশু (ADHD), ডাউন সিনড্রোম, সেরেব্রাল পালসি, শিক্ষণ অক্ষমতা, রেটিনোপ্যাথি অব প্রিম্যাচুরিটি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, বাকপ্রতিবন্ধিতা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর উদাহরণ।

সারা বিশ্বে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন মতে, সারা বিশ্বে প্রায় ১৫% মানুষ কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতায় ভুগছে, যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিশু। বিশ্বব্যাপী প্রতি ১০০০ জনে ১ থেকে ২ জন শিশু অটিজমে আক্রান্ত, প্রায় ৫-৭% শিশু ADHD-তে, প্রতি ৭০০ থেকে ১০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন ডাউন সিনড্রোমে, প্রতি ১০০০ জীবিত নবজাতকের মধ্যে ২ থেকে ৩ জন সেরেব্রাল পালসিতে এবং ৫-১৫% শিশু শিক্ষণ অক্ষমতায় ভুগছে।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর 'প্রতিবন্ধতা শনাক্তকরণ জরিপ' শুরু করে ২০১৪-২০১৫ সালে। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ জরিপে শিশু ও বড়ো সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ জরিপে দেখা গেছে প্রায় ৭% শিশু বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতায় ভুগছে।

স্পেশাল শিশুদের বুঝতে হলে প্রথমে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিশুর বিকাশ বিলম্বিত হচ্ছে কি না, এটি যত দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে, তত দ্রুত শিশুকে চিকিৎসার আওতায় আনা যাবে। তাই প্রথমে আমরা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ধারা সম্পর্কে ধারণা নেব।

শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ

জন্মের পর একজন শিশু ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমে শিশু একদিন পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হয়। শিশুর ওজন এবং উচ্চতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি শারীরিক বৃদ্ধি ঘটছে কি না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক বিকাশও হয়। মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য পরিবার, সমাজ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতি, বংশগতি হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। মাতৃগর্ভে ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের পরপরই তৈরি হয় ভ্রূণ। পরে বিভিন্ন জটিল শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। ধীরে ধীরে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পূর্ণতা পায় এবং একটি স্বাভাবিক মানুষের আকৃতি ধারণ করে।

নিষিক্তকরণের পর থেকে বিভিন্ন ধাপে বা স্তরে ভ্রূণটি একটি মানুষে পরিণত হয়।

এবার আমরা পরিচিত হব মাতৃগর্ভে একটি ভ্রূণের বিভিন্ন স্তর বা ধাপ সম্পর্কে। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন প্রথম ১৪ দিন সময়কে বলে নিষিক্ত ডিম্বাণু (Fertilized ovum)। ডিম্বাণু নিষিক্তকরণের পর থেকে

৯ সপ্তাহ সময়কে আমরা ভ্রূণ বা Embryo বলি। এ সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ সময়ের মধ্যে ভবিষ্যৎ শিশুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা Organ তৈরি হয়। যাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে অঙ্গ গঠনের প্রক্রিয়া বা Organogenesis। এ সময়ে মা যদি বিশেষ কোনো ওষুধ খান কিংবা Radiation বা তেজস্ক্রিয় রশ্মির মুখোমুখি হন, তবে তা গর্ভস্থ ভ্রূণের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে। মাতৃগর্ভে ৯ সপ্তাহের পর থেকে জন্ম পর্যন্ত সময়কে বলে Fetus। জন্মের পর শিশু বিভিন্ন স্তর বা ধাপে বড়ো হতে থাকে। যেমন:

জন্মের প্রথম ২৮ দিন: নবজাতক (Neonate)
জন্মের প্রথম ৬ মাস: Early infancy
১ মাস-১২ মাস: Infant
৬ মাস-১২ মাস: Late infancy
১ বছর-৩ বছর: Toddler
৩ বছর-৫ বছর: Pre-School
প্রথম ৫ বছর: Early childhood
৬ বছর-৯ বছর: Late childhood
৫ বছর-১৫ বছর: School age
১০ বছর-১৯ বছর: Adolescent

সাধারণত, আমাদের দেশে ছেলেরা ১২-১৩ বছরের মধ্যে এবং মেয়েরা ১০-১২ বছরের মধ্যে বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত হয়। শিশুর প্রথম পাঁচ বছরকে বলা হয় শৈশব বা Early childhood। শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এ সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্কের কোষগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ সবচেয়ে বেশি তৈরি হয় এ বয়সে। এ সময়ে একজন শিশু তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যেভাবে পরিচিত হয় বা মিথস্ক্রিয়া করে, তা তার ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। এ সময় শিশুরা যে সব সুবিধা পায় বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় তা তার পরবর্তী জীবনের গতিপথকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। শিশুর ব্যক্তিত্ব, মেধা বিকাশ,

জীবন বোধ, পরিবেশ, সমাজ এবং মানুষের সঙ্গে অভিযোজনের ওপর এ সময়টা বিশেষ প্রভাব ফেলে। এ কারণে সরকারের মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ইউনিসেফ-এর সহায়তায় Early childhood development বা শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ নামে একটি কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে।

মস্তিষ্কের কার্যকারিতা গঠনের জন্য জীবনের প্রথম পাঁচ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্কের দ্রুত বিকাশ হয় এ সময়টিতে। এ সময় শিশু যা দেখে, স্পর্শ করে, শোনে, যা কিছুর স্বাদ বা ঘ্রাণ নেয়, তা তার বুদ্ধি, অনুভূতি, চলাফেরা ও শিক্ষা গ্রহণে সাহায্য করে। এ সময় বোধ, ভাষা, সামাজিক আচরণ, অনুভূতি ও বুদ্ধির দ্রুত বিকাশ ঘটে। প্রতি মুহূর্তে শিশু তার ইন্দ্রিয়গুলো ব্যবহার করে এবং নতুন নতুন অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হয়। স্নেহ, মনোযোগ ও উদ্দীপনা শিশুর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুকে খেলতে ও তার চারপাশ চিনে নিতে উৎসাহ দিলে শিশু শেখে এবং তার সামাজিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে। এটি শিশুর সামাজিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগে সাহায্য করে। যার ফলে শিশু আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপনে দক্ষতা অর্জন করে। শিশুর আচরণ আর ব্যক্তিত্ব বিকাশেও বংশগতির পাশাপাশি পারিপার্শ্বিকতার ভূমিকা অপরিসীম।

জন্মের পর থেকে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে, তা আমরা জানব এবার। শিশুর বসতে শেখা, দাঁড়ানো, হাঁটা বা দৌড়ানো, কথা বলা ইত্যাদি ব্যাপার একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পায়। এ ব্যাপারগুলো প্রতিটি শিশুর ক্ষেত্রে একই সময়ে নাও হতে পারে। কারো আগে কারো পরে প্রকাশ হয়। তবে এসব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। শিশুর এই ক্রমবিকাশমান বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা বলি Milestone of development বা বিকাশের মাইলফলক। যে শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এ ব্যাপারগুলো অর্জিত হয় না বা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাদের বলা হয় Delayed Milestone of development বা বিলম্বিত বিকাশ।

শিশুর বিকাশের সঙ্গে চোখে দেখা এবং কানে শোনার ব্যাপারটাও এসে যায়। এটিও বিকাশের অংশ।

শিশুর বিকাশকে চিকিৎসা শাস্ত্রে কয়েকটি Domain বা কার্যক্ষেত্রে ভাগ করে বর্ণনা করা হয়। এই Domain বা কার্যক্ষেত্রগুলো মস্তিষ্কের একটি কার্যকরী এলাকা (Functional area) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এই Domain বা কার্যক্ষেত্রগুলো হচ্ছে গ্রস মোটর (Gross motor), ফাইন মোটর (Fine motor), দৃষ্টি (Vision), শ্রবণ (Hearing), পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া (Cognition)। গ্রস মোটর (Gross motor) দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া ও সমন্বয় নিয়ন্ত্রণ করে। ফাইন মোটর (Fine motor) নিয়ন্ত্রণ করে সূক্ষ্ম কাজের ব্যাপারগুলো। দৃষ্টি ও শ্রবণ এলাকা দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বিকাশের জন্য এবং Cognition পরিবেশের উপাদান যেমন বস্তু বা ব্যক্তির সঙ্গে শিশুর যে মিথস্ক্রিয়া তা নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারগুলো বুঝিয়ে বলা যাক। একটা নির্দিষ্ট বয়সে শিশুর ঘাড় শক্ত হয়, সে বসতে শিখে, হামাগুড়ি দেয়, দাঁড়াতে শেখে বা হাঁটতে শেখে—এই ব্যাপারগুলোর বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় গ্রস মোটর Domain-এর মাধ্যমে। যার ফলে শিশু হাঁটতে পারে, দৌড়াতে পারে, একপায়ে দাঁড়াতে পারে, ডিগবাজি দিতে পারে, সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে পারে বা নিচে নামতে পারে, কোনো কিছু ছুড়তে পারে। হাত বা হাতের আঙুল দিয়ে কোনো সূক্ষ্ম কাজ করা নিয়ন্ত্রিত হয় ফাইন মোটর Domain-এর মাধ্যমে। যার ফলে পেনসিল বা কলম ধরা, লেখালেখি বা আঁকিবুঁকি করা, হাত ব্যবহার করে কোনো কাজ করতে পারে। জামার বোতাম লাগানো, দাঁত ব্রাশ করা, জুতার ফিতা বাঁধার মতো কাজগুলো ফাইন মোটর বা সূক্ষ্ম কাজের অন্তর্ভুক্ত। বয়স অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার, নিজের নামে ডাকলে সাড়া দেওয়া, নিজের প্রয়োজন বা চাহিদা মৌখিক বা ইশারার মাধ্যমে বোঝানো, আচরণ ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় Cognition-এর মাধ্যমে।

নিচে শিশুর ক্রম বিকাশমান বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো:

শিশুর বয়স	শিশুর বিকাশ
৬ সপ্তাহ	শিশু মায়ের দিকে তাকাবে এবং হাসবে।
৩ মাস	ঘাড় শক্ত হবে। মাকে চিনতে পারবে। বস্তু বা ব্যক্তির দিকে তাকাবে। শব্দের দিকে মাথা ঘোরাবে। হাতে খেলনা দিলে ধরবে।
৬ মাস	সাপোর্ট ছাড়া বসতে পারবে। হাত দিয়ে খেলনা ধরবে। কথা বললে তার দিকে তাকাবে। মুখে শব্দ করবে মা বা ইত্যাদি। হাতে কিছু পেলে মুখে দিবে। এক হাত থেকে জিনিস অন্য হাতে নিবে।
৯ মাস	হামাগুড়ি দিবে। দুই অক্ষরবিশিষ্ট শব্দ বলতে পারবে, যেমন: মামা, বাবা, দাদা ইত্যাদি। হাততালি দিবে। লুকোচুরি খেলবে। অপরিচিত কাউকে দেখলে কাঁদবে বা ভয় পাবে।
১ বছর	আসবাবপত্র ধরে হাঁটবে। জিনিসপত্র ছুড়ে মারবে। নাম ধরে ডাকলে তার দিকে তাকাবে। অর্থবোধক দু-একটি শব্দ বলতে পারবে। তর্জনী দিয়ে কোনো বস্তু নির্দেশ করতে পারবে।